দৈনিক সংবাদ

তারিখ 07 FEB 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

ক্যাম্পাসে বন্দুকযুদ্ধ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গত রোববার দুপুরে বেশ কিছুদিন পর আবার বন্দুকযুদ্ধের অবতারণা করা হলো। ইতিপূর্বে মাঝে-মধ্যে ক্যাম্পাসে গোলাগুলির খবর পাওয়া গেলেও বন্দুকযুদ্ধ কিছুদিন স্থগিত ছিল। এই ঘটনায় একজন রিকশাচালক গুলিবিদ্ধ হয়েছে। পুলিশ কয়েক রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। এই সময় ক্যাম্পাসে চারটি গাড়ি ভাঙচুর হয়। ছাত্রদল কর্মীরা চারজন ফটোসাংবাদিককে মারধর করে।

বন্দুকযুদ্ধের সূত্রপাত খানিকটা রহস্যাবৃত। ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের সমর্থকদের একই সময় দু'জায়গায় সমাবেশ চলছিল। এ সময় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির দিক থেকে গুলি বর্ষিত হলে বন্দুকযুদ্ধ শুরু হয়। এই বন্দুকযুদ্ধকে ছাত্রলীগ, ছাত্রদল ও জাতীয় ছাত্র সমাজের ত্রিমুখী গোলাগুলি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভাগ্য ভাল, এই বন্দুকযুদ্ধে কোন ছাত্রছাত্রী হতাহত হয়নি। তবে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই ক্যাম্পাসে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদের আবির্ভাব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। দেশে নির্বাচনকে সামনে রেখে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের জোর অভিযান চলছে। বলা বাহুল্য, ছাত্র সংগঠনগুলোর এক্তিয়ারে যত অস্ত্র আছে সবই অবৈধ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে ক'দিন আগে এক পুলিশী অভিযান পরিচালনা করা হয়, যা বড় ধরনের হামলায় পরিণত হয়েছিল। এই হামলা অস্ত্র উদ্ধারের নামে করা হয়েছিল কিনা, তা পরিষ্কার করে বলা হয়নি। বিপুলসংখ্যক ছাত্র গ্রেফতার ও নির্যাতনের অবতারণা করা হলেও অস্ত্রের নাম-নিশানা নাকি পাওয়া যায়নি। এই হামলার বিরুদ্ধে সারাদেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে।

রোববারের বন্দুকযুদ্ধ থেকে যে জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, তা হলো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অস্ত্রের উৎসগুলো এখনও নিরাপদে বহাল তবিয়তে আছে। বেছে বেছে জগন্নাথ হলকে টার্গেট করাটা ছিল সম্ভবত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ক্যাম্পাসে কোথায় কার কাছে অবৈধ অস্ত্র আছে অথবা কোথা থেকে এসব অস্ত্র আসে তা আইন-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের অজানা থাকার কথা নয়। আমাদের পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অত কাঁচা ভাবার কোন কারণ নেই। রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার খুব কঠিন কাজ হতো না। কিন্তু বিগত সরকারের আমলে যেমন বর্তমান সরকার আমলেও তেমনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগ্নেয়াস্ত্রের ঝনঝনানি নির্মূল করার আন্তরিক উদ্যোগ চোখে পড়ে না। এমনকি অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের 'সর্বাত্মক' অভিযানের পরও না। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অবৈধ অস্ত্রের সরব অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে ক্যাম্পাসে বন্দুকযুদ্ধের চেয়ে আর কি বড় প্রমাণ চান?

সারাদেশে এখন যে অস্বাভাবিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বন্দুকযুদ্ধের অবতারণা দেশবাসীকে শঙ্কিত করে তুলবে। দিন-দুপুরে গোলাগুলি এবং ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারের সশস্ত্র প্রতিযোগিতায় অনেক দূর পর্যন্ত গড়াতে পারে। সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পক্ষপাতহীনভাবে পারবেন কি পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুকযুদ্ধে সবার সঙ্গে আমরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি।